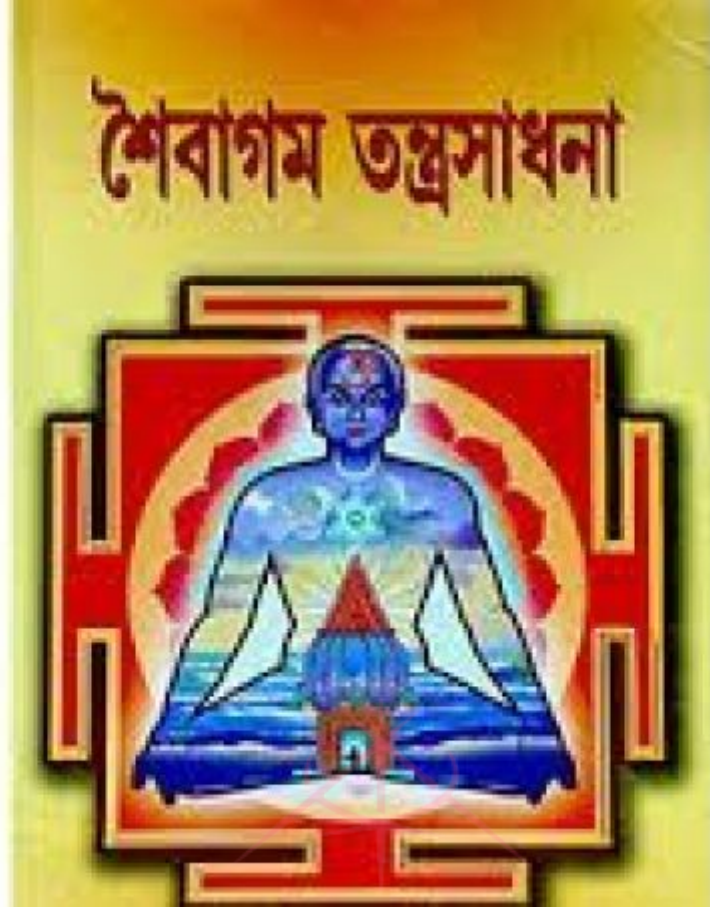




শৈবাগমতন্ত্রের সাধনা অতি উচ্চকোটরি সাধনা

শৈবাগমতন্ত্রের সাধনা অতি উচ্চকোটরি সাধনা । বৈদিক সাধনার চেয়ে তা কোন অংশে ছোট বা হযে নয। সর্বাংশে বরং শ্রেষ্টতর। "

1500-1600 শতকরে পর ছাপানো কিছু তন্ত্র পড়ে বঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরার একদল শাক্ত আজকাল দাবী করে বড়োন য়ে- শবৈ আচার নাকি শাক্ত আচার হতে নকিষ্টি, শাক্ত আচারই একমাত্র কটালপন্থী এবং উহাই শ্রেষ্ট। শবৈরা নাকি পশুমার্গী-----ইহা নাকি সাক্ষাৎ শবি বাক্য।

মাচার, কটালআচার, কাপালকি আচার (মহাব্রত, কাপাল শাস্ত্র ভিত্তিকি), অঘোরাচার, অতমির্গকি আচার (পাশুপত শাস্ত্র ও লাকুলাগম ভিত্তিকি), কটাল আচার, শবৈচার, বদোচার, সমযাচার, যোগাচার, মতাচার, ত্রিকাচার ইত্যাদি সব কিছুই শবৈ আচারের মধ্য আসে।

কারণ শবৈ তন্ত্রের বিশাল সাগরের মধ্য উপরডিক্ত সকল আচারই বদ্যমান।

আজ শাক্তরা যটেকি মহাচীনাচার বলছে সটেরি উৎপত্তিই হয - প্রাচীন

অতমির্গকি শবৈ কাপালকি, পাশুপত, লাকুল সম্প্রদায়, সোম সদিধান্ত, রটাদ্র সদিধান্ত - এরা মূলত ছিল শবিরে উগ্র ভরৈব স্বরূপের উপাসক।

অঘোর আচারের উৎপত্তিও শবৈদের থেকেই, ইহা নাথ পরম্পরা থেকে এসছে। ইহার আদি প্রবর্তক আদিনিথ শবি স্বয়ং। ইহা মন্ত্রমার্গকি বীরাচারী শবৈ । এরা ছিল

মূলত অঘোর শবিরে উপাসক।

কটোল সম্প্রদায় এসেছে, প্রাচীন শবৈ নাথ যোগীদরে থেকেই। কটোল ঘরানার সূত্রপাত হয় - অর্ধত্র্যম্বক মঠিকা থেকে, যিনি কাশ্মীর ত্রিকি ধারার প্রাচীন আচার্য ত্র্যম্বকাদিত্যের কন্যা ছিলেন, ইহার উল্লেখ সাক্ষাৎ আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁর তন্ত্রালোকে করে গিয়েছেন। তাছাড়া কটোল সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রাচীন আচার্য ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, যিনি চার যুগেই চার যুগ নাথ হিসেবেই বিদ্যমান ছিলেন (কূর্মনাথ, মেষনাথ, খগেন্দ্রনাথ ও মীননাথ, চার যুগেই মৎস্যেন্দ্রনাথের উপস্থিতি - ইহা নাথ পরম্পরার মান্যতা)। তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ আদিনিথের শিষ্য এবং সত্যযুগে তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ শবিমানস পুত্র, যার উল্লেখ তাঁর রচিতি 'শাবর চিন্তামণি' তেই পাওয়া যায়, তাছাড়া মৎস্যেন্দ্র সংহতি, মীনচতেন, মৎচরতি এও এর উল্লেখ আছে, এমনকি গোরক্শ পুরাণ ও স্কন্দ পুরাণের নাগর খণ্ডেও মৎস্যেন্দ্রনাথ এর কলি পূর্ববর্তী যুগে অস্তিত্বের প্রমাণ মলে, যিনি সাক্ষাৎ আদিনিথের কাছ থেকে কটোলজ্ঞান প্রাপ্ত করেন। তাই কটোল মান্যেই যে সটেশাক্ত ঘরানা হবে, তার কোনও মান্য নেই, কারণ কুল/কটোল মূলত শবৈদরেই। যদিও পরবর্তীতে ইহা শাক্ত কেন্দ্রিকি হয়ে গিয়েছে, সটো আলাদা বিষয়।

এই প্রাচীন শবৈ কুল/ কটোল ঘরানা থেকেই কাশ্মীর ক্রমকালি ঘরানার সৃজন হয়, বাতুলনাথ, নম্বিক্রিয়ানন্দনাথ, গন্ধমাদন প্রমুখ প্রাচীন আচার্যদের দ্বারা এবং আধুনিক ত্রিকি আচার্য সহ আচার্য অভিনবগুপ্ত, আচার্য সোমানন্দপাদ এর মত যারা প্রাচীন ত্রিকি আচার্য ছিলেন - তারাও এই ক্রম ও কুল ঘরানাকে ত্রিকি শবৈ ঘরানার অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই মান্যতা দিয়ে যান। ক্রম ঘরানা হল কেননা ক্রম মূল তন্ত্র জয়দ্রথামল/ শরিচ্ছদে তন্ত্র হল একটি ভৈরব স্রোতের শবৈ তন্ত্র এবং ক্রমের মূল প্রোথিতি রয়েছে সেই কুল যটোও একটি শবৈ ছিল।

মন্ত্রমার্গিকি কাপালিকি সম্প্রদায়ও এসেছে নাথ শবৈ যোগীদরে থেকে।

যোগাচার, হঠযোগ, রাজযোগ, রাজাধিরাজযোগ, কুণ্ডলিনী যোগ, নাদানুসন্ধান, কায়াসাধন -- এসবও এসেছে নাথ শবৈদরে থেকে।

শ্রীবিদ্যা উপাসনা এর অন্যতম আচার সমযাচার এর ভিত্তিই হল - যোগাচার এ পুজো এবং ষট্চক্র অর্চনা, বিন্দু অবস্থায় সাধকের চিত্ত এর অবস্থান, সূত্রাং ইহারও মূল শবৈ আচারেই নহিতি। ললতি আগম, মুকুট আগম সহ একাধিক লুপ্ত শবৈ আগমে শ্রীচক্র উপাসনার গুপ্ত পদ্ধতিও নহিতি ছিল বলে মান্যতা রয়েছে। এই শ্রীকুল পরে শাক্তদের দক্ষিণাম্ণায়ে স্থান পায়।

আর বামস্রোত তথা উত্তরাম্ণায়ও মূলত প্রাচীন শবৈ ক্রমই বটে, এই উত্তরাম্ণায় এর অন্তর্গত গুরত্বপূর্ণ শবৈ তন্ত্রগুলি হল - মহাসম্মোহন তন্ত্র, ন্যায়োত্তর তন্ত্র, মহারুদ্র, নতের তন্ত্র ইত্যাদি টুম্বুরু ভৈরব কুল শবৈরাও এই উত্তরাম্ণায় এর মধ্যে পড়ে, সাথে ত্রিকি শবৈদরে পুরো ক্রমকালী ঘরানা উত্তরাম্ণায় এর মধ্যে পড়ে।

সূত্রাং, শবৈ আচারই পুরো ষড়াম্ণায় জুড়েই ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এই শবৈ আচারেরই বিভিন্ন পর্যায় হল - বদোচার (নৈগমিকি/শ্রোত শবৈ), বামাচার, কটোল আচার, কাপালিকি আচার শুদ্ধ শবৈ সন্ধিধান্তাচার, যোগাচার, অঘোরাচার ইত্যাদি। এর সপক্ষে শাস্ত্র প্রমাণ - শ্রীকণ্ঠী সংহতি, পূর্বকামকিাগম, শ্রীনতেরতন্ত্র, সন্ধিধান্তশিখামণি, নম্বিশ্বাস তত্ত্ব সংহতি, জয়দ্রথামল, দীপ্তাগম, তন্ত্রালোক, প্রতষ্টিষ্ঠালক্ষণসারসমুচ্চয়, ইত্যাদি শবৈ শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

উদাহরণ স্বরূপ - শবৈ তন্ত্র নতেরতন্ত্র থেকে নীচে দেওয়া হল -

" গারুডে মাত্তন্ত্রে চ বামে স্রোতসি দক্ষিণে।

জন্মে চণ্ডাসধিার চ প্রত্যক্ষফলদা ক্রিয়া || ".....(শ্রীনতের তন্ত্র/16/76)
" গারুডে পূর্বস্মনি, মাত্তন্ত্রাদটৌ পশ্চমি, জযাদনিয়ে বামে,

ভরৈবশাস্ত্রে চ দক্ষণি, চণ্ডাসধিারাদাবূর্দধে,
জন্মে চ মতকূলাদটৌ রহস্যে স্রোতসি "..... (শ্রীনতের তন্ত্র/16/76)
সদাশবিরে তৎপুরুষ মুখ থেকে বেরিয়েছিল – গড়ুড় তন্ত্র (24 সংখ্যক), বামদবে মুখ
থেকে সৃষ্টি হয়েছিল বাম তন্ত্রের (24 সংখ্যক), সদ্যোজাত মুখ থেকে
বেরিয়েছিল কটৌল সহ 20 টি ভূত তন্ত্র, অঘোর মুখ থেকে নরিগত হয়েছিল দুই
শ্রণীর ভরৈব তন্ত্র এবং ঈশান মুখ থেকে বেরিয়েছিল 28 টি বদেয়ে অনুকূল
সিদ্ধান্তাগম ।....(প্রথমঃ পটলঃ/পূর্বকামকিাগম/শ্লোক নং 22-27)

এই সব প্রাচীন তন্ত্রে ও প্রাচীন শবৈ তন্ত্রাচার্যদে ভাষ্যমতে এটা জলরে মত
স্পষ্ট যে, ষডামনায এর ধারণাটাই শবৈ তন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত, নব্য রচিত
কোনো শাক্তবাদী তন্ত্রের সাথে নয়, কারণ প্রাচীন আচার্যরা এ প্রসঙ্গে কোনো
শাক্ত আগমের নাম উল্লেখ করে নি।

তাই শবৈচারকে পশ্চাচার বলা নতিন্তই মূখ্যামরি পরাকাষ্ঠা ।

জগতে শাস্ত্র বহু রয়েছে, মত বহু রয়েছে। এক এক শাস্ত্রে এক এক রকমের কথা
লক্ষ্য করা যায়, প্রত্যেকে তন্ত্রই নিজ নিজ আচার কে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করে।
সুতরাং কোন মতটি গ্রহণযোগ্য আর কোন মতটি গ্রহণযোগ্য নয়, সেটির মীমাংসা
নির্ধারণিত হবে প্রাচীন আচার্যের মান্যতার নরিখি। আপ্ত পুরুষের বচনই
শব্দপ্রমাণ হিসেবে পরগিণতি হয়।

" বদোচ্ছবৈং ততো বামং ততো দক্ষং ততো কূলম্ ।

ততো মতং ততশ্চাপি ত্রিকিং সর্বোত্তমং পরম্ ॥

বামমার্গাভিকিতোহপি দৈশিকঃ পরতত্ত্ববৎ ।

ক্রমাদ্ভরৈবতন্ত্রেষু পুনঃ সংস্কারমহতি ॥ ".....

(পরাত্ত্রিংশিকা ববিত্তি/বম্ভিভাগ/ 8নং শ্লোকে টীকা এবং তন্ত্রালোক ববিকে)
ব্যখ্যা - বদোচার হতে শবৈচার (দ্বৈত শবৈ) উত্তম, শবৈচার হতে বামাচার
উত্তম, বামাচার হতে দক্ষিণাচার উত্তম, দক্ষিণাচার হতে কূলাচার উত্তম, কূলাচার
হতে মতাচার উত্তম কিন্তু এসবের থেকে ত্রিকাচার সর্বোত্তম। বামাচার মার্গী
কোনো ব্যক্তি যদি বামাচারে আচার্য দীক্ষা প্রাপ্ত করে পরমতত্ত্ব সম্পর্কে
অবগত হয়ে থাকেন, সেই ব্যক্তিকেও ভরৈব আগম মার্গে (ত্রিকি শবৈগম) অধিকারী
হতে গেলে ত্রিকি মার্গে বিশেষ ক্রম অনুসারে দীক্ষা গ্রহণের দরকার পড়বে।
বদোচারের চেয়ে উত্তম যে শবৈচার তা মূলত দ্বৈতভাবাপন্ন শবৈচার, দ্বৈত
শবৈগম ভিত্তিক । কিন্তু কূলাচার /কটৌলাচার ও ত্রিকাচার হল অদ্বৈতমার্গিক
শবৈচার, যা অদ্বৈত শবৈগম (ভরৈবাগম) ভিত্তিক। তবে কটৌলাচার আর ত্রিকাচারের
মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। কটৌল শবৈরা জ্ঞান, চর্যা, মলোপ, ক্রিয়া ও যোগ
এই পাঁচটি স্তরকেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু ত্রিকাচারী শবৈরা চর্যা ও
মলোপকে বাহ্যচার হিসেবে ধরে তা বর্জন করেন এবং জ্ঞান অপেক্ষা যোগাচারকে
(যমেন - বজ্জ্ঞানভরৈব যোগ) বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

মহাসিদ্ধ শবৈযোগী গুরু গোরক্শনাথ তাই বলে গিয়েছেন -

" কূলাচারবহীস্তু গুরুরকেহি দুর্লভ "

(গুরু গোরক্শ নাথ বরিচিতি ' অমনস্ক যোগ ' /২/১৬)

অর্থ - কূল আচার পালনকারী গুরু অনেকই আছেন, কিন্তু কূলাচার বহীন (অর্থাৎ
কূল আচারের উর্ধ্বে) একজনই গুরু আছেন, তাঁকে পাওয়া দুর্লভ।

এই আত্মজ্ঞান মার্গী শবৈ যোগাচারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতাপদন হতে তিনি আরো

বলছেন -

" যোগমার্গেষু তন্ত্রেষু দীক্ষতিস্বতাংশ্চ দূষকাঃ ।

তং হি পাখণ্ডনিঃ প্রকোক্তাস্থতা তৈঃ সহবাসনিঃ ॥ ৫ ॥ যোগমার্গাৎপরোমার্গো
নাস্তিনাস্তিশ্রুতটৌ স্মৃতটৌ । শাস্ত্রযেন্যেষু সর্বেষু শবিনে কথতিং পুরা ॥ ২১
॥ "

(শম্ভুজ্যোতিশ্রীগুরু গোরক্ষ নাথ বরিচতি 'সদ্বিসদ্বিধান্ত পদ্ধতি' পঞ্চম
উপদেশে)

অর্থ - যোগমার্গ এবং তার উপায়ভূত তন্ত্রমার্গে (যোগাচারী শবৈ তন্ত্রকোক্ত
মার্গ) দীক্ষতি ব্যক্তদ্বিরে যারা নিন্দা করে থাকেন এবং সেই নিন্দুকদ্বিরে যারা
সমর্থন করে থাকেন তারা উভয়েই পাখণ্ডী হিসেবে অভিহিত হন। যোগমার্গের থেকে
উচ্চতর অপর কোনো মার্গ নেই, ইহাই সর্ব শ্রুতি এবং স্মৃতির সদ্বিধান্ত।
পুরাকালে (পরমেশ্বর আদিনিথ) শবির কর্তৃক এই যোগমার্গের জ্ঞান বিভিন্ন
শাস্ত্রে (তন্ত্র, আগম, পুরাণ) ও সর্বস্থানে কথিত হয়েছে।

বদোচার হতে মতাচার পর্যন্ত সমস্ত আচার আসলেই ত্রিকি আচারের আণবোপায়, ও
শাক্তোপায়, এর মধ্যেই পড়ে কিন্তু এই দুই আচারের উর্ধ্বে উঠে যোগ ও
শক্তপিতার মাধ্যমে শাম্ভবোপায়, অবস্থা এবং সর্বোচ্চ অনুপায়,
অবস্থা/পরাভরৈব-পরমশবির অবস্থা (অহং ব্রহ্মাস্মি) প্রাপ্ত হওয়াই ত্রিকি
শবৈযোগীদের মূল লক্ষ্য। তাই ত্রিকিশবোচার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত কছির সার।
সেই জন্যই ত্রিকি শবৈদ্বির মূল শাস্ত্র শবিসূত্রে - আণবোপায়, শাক্তোপায়,
শাম্ভবোপায়, এই তিন উপায়, মার্গিকি জ্ঞানই ক্রমান্বয়ে স্তরে স্তরে নহিতি
রয়েছে (উপায়, তিনি- তাই নাম ত্রিকি, এটি বুঝতে হবে।)

ত্রিকি শবৈ মতে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়েই প্রাধান্য পায়, শুধু তা সাধকের
অন্তঃ সাধন স্তরের উপর নির্ভর করে। সাধক যখন আণবোপায়, স্তরে থাকে, তখন
তার ক্ষেত্রে কর্ম, হোম, জপ, তপ, আগমোক্ত আচার এসব প্রাধান্য পায়,
এইগুলির অস্তিত্ব শাক্তোপায়, স্তর পর্যন্ত থাকে। কিন্তু সাধক যখন তীব্র
শক্তপিতার দ্বারা শাম্ভবোপায়, অবস্থায় এসে উপনীত হন, তখন তার ক্ষেত্রে
বাহ্যিক আচার অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তিনি অবধূত অবস্থা প্রাপ্ত করেন, তখন
তার ক্ষেত্রে অবধূত শবৈ আগমমার্গী আত্ম যোগ সাধনা ছাড়া আর কিছুই
প্রয়োজ্য হয় না এবং তিনি আত্ম জ্ঞানমার্গী হয়ে পড়েন।

তাই সমস্ত প্রকারের শবৈ তন্ত্রের, ষড়ান্নায়, ক্রমের, চতুঃপাঠি তন্ত্র ক্রমের
(মন্ত্র, বদ্বি, মুদ্রা ও মণ্ডলপাঠি) সার এই ত্রিকিশাস্ত্র। এই ত্রিকি শাস্ত্রের
তিন ভাগ - কর্মমার্গী 'সদ্বি' তন্ত্র, জ্ঞানমার্গী 'নামক' তন্ত্র এবং উভয়মার্গী
'মালিনীমত' তন্ত্র। সুতরাং, এই ত্রিরে সার-ই হল মালিনী সদ্বিধান্ত, ইহাই
সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ এখানে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েই প্রাধান্য পায়। ইহাই ক্রম ও
প্রত্যভিজ্ঞা মতের শবৈ মান্যতা।

" তচ্চ সদ্বি-নামক-মালিনীখণ্ড ত্রয়াত্মকত্বাৎ ত্রবিধিঃ ।

তত্র ক্রিয়াপ্রধানং সদ্বিতন্ত্রম্, জ্ঞানপ্রধানং নামকং তন্ত্রম্,
তদুভয়ময়ং মালিনীমতম্ ইতি তদবে মুখ্যম্ ।... (তথ্যসূত্র - জয়রথ ববিকে
ভাষ্য/তন্ত্রালোক/১/১৮/)

এই ত্রিকি আচারই যে সর্বশ্রেষ্ঠ তার উল্লেখ ভগবান অভিনিবগুপ্ত একাধিক স্থানে
একাধিক ভাবে করে গিয়েছেন-

" দশাষ্টাদশবস্বষ্টভিনং যচ্ছাসনং বভিঃ ।

তৎসারং ত্রিকিশাস্ত্রং হি তৎসারং মালিনীমতম্ ॥ ১৮ ॥ "....(

'শ্রীতন্ত্রালোক'/১ম আহ্নিক)

অর্থ - 10 টি ভেদেবাদী শিবাগম, 18 টি ভেদোভেদেবাদী রুদ্রাগম এবং 64 টি ভেদেবাদী ভৈরবাগম - এই তিন প্রকার আগম-ই শিবি শাসনরে অর্থাৎ শবৈ পরম্পরার (ত্রকি শবৈ) অন্তর্ভুক্ত। এই সবকছির সার-ই হল ত্রকিশাস্ত্র এবং তার-ও সার হল মালিনী সন্ধিত।

'পাশবং জ্ঞানমুৎস্বতিবা পতশিস্ত্রং সমাশ্রযে | '.....(তন্ত্রালোক/৪/২৫৩)

অর্থ - পশু শাস্ত্র তথা পাশব জ্ঞানকে পরিত্যাগ করে পতশিস্ত্র অর্থাৎ (পশুপতি) শবৈ শাস্ত্র এর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

সুতরাং, এখানই প্রাচীন আচার্যরে মান্যতার নরিখি ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়. য়ে শবৈ আচার, শবৈ মার্গ ও শবৈ শাস্ত্রই সর্বশ্রেষ্ট, জ্ঞানমার্গী এবং মোক্ষপ্রদ। যখন একজন শবৈ সাধক তথা যোগী সঠিক কর্ম ও জ্ঞানমার্গরে দ্বারা অথবা সরাসরি শিবরে শক্তিপিতরে দ্বারা জীবনমুক্ত অবস্থা তথা জগদানন্দ অবস্থায়. এসে উপনীত হন, তখন তাঁর নকিট এই সমগ্র বশ্বচরাচর নজিরেই আত্মস্বরূপ (শবি) হিসেবে প্রতিভিত হয়. অর্থাৎ জগৎ সমগ্র বশ্বপ্রপঞ্চ সেই এক পরমশবিত্মক হিসেবেই উপলব্ধি করে সে, জগৎ - জীব - শবি/পরমাত্মা --- এই তিন তত্ত্ব এক শবিতত্ত্ব হিসেবেই প্রতিভিত হয়. তাঁর কাছে, এখানই উপনষিদকৃত মহাবাক্যরে সার্থকতার প্রকৃত সন্ধি ঘট, সাধক অবধূত অবস্থায়. এসে উপনীত হন।

একমাত্র সেই অবস্থায়. উপনীত শবি যোগী-দরে ক্ষেত্রেই কোনো বধি, নষিধে, আচার, বচিার, দ্বৈত কর্ম এসব নষিপ্রযোজন হয়ে পড়ে, কেননা সাধক সেইসময়. সাক্ষাৎ সদাশবিত্ব লাভ করে যান, ইহাই পঞ্চম-আশ্রম অর্থাৎ অতিবর্ণাশ্রম। যদি শিবরে তীব্র - তীব্র শক্তিপিত ঘট খাকে সাধকরে উপরে তবই এই অবস্থায়. উপনীত হতে গেলে কোনোরূপ কর্ম, আচার, চিন্তন, মনন, এমন কি কুণ্ডলিনী ভেদে করবার পরযন্ত প্রযোজন পড়ে না, সাক্ষাৎ সরাসরি অনুপায়. অবস্থা লাভ করেন।

পরাত্রশিকিা ববিরণ এ অথবা তন্ত্রালোকে দ্বৈতবাদী আচার অর্থাৎ বৈদিক - বৈষ্ণব - দ্বৈত শবৈ - বাম - দক্ষিণ - কুল - মতাচার - কটোল এই ক্রমরে পর অন্তিম আচার হিসেবে ত্রকি আচার-ই (অর্থাৎ আচারহীন অবস্থা/অনুপায়./ প্রত্যভজিঞা) শবৈ পরম্পরার সর্বোচ্চ আচার হিসেবে উক্ত হয়েছ। আচার্য জ্ঞানশবি রচি 'জ্ঞানরত্নাবলী' মতে ইহাই অন্তঃকটোল ভাব অর্থাৎ পূর্ণত অন্তঃ সাধন ভাব।

তাঁদরে জন্য আচার নষিপ্রযোজন হলেও কোথাও বলা হয়.নি য়ে আচার বর্জতি তাঁদরে জন্য। কেননা আচার বর্জতি হলে পরম্পরাগত রীতিনীতি এবং মহিমার কালান্তরে অবক্ষয়. ঘটবে এবং তার জায়গায়. অনাচার এসে স্থান দখল করবে, যটো হচ্ছেও আজ। সেই কারণই বাহ্যিক আচার এর দরকার, তাই আচার্য অভনিব গুপ্তরে মতন মহান সাধক ভস্ম ত্রপিণ্ডর, রুদ্রাক্ষ, সাদা উত্তরীয়. এসব ধারণ করতনে এবং স্বামী লক্ষ্মণ জু এর মত উচ্চকোটরি সাধকও অমৃতশ্বর ভৈরবরূপি বাণলঙ্গি স্থাপনা করে তাঁর পুজো করতনে। ইহাই বহিঃশবৈ ভাব।

'জ্ঞানরত্নাবলী' মতে একজন প্রকৃত শবৈ এর মধ্যে এই তনিভাব থাকা অতি আবশ্যিক।

তপভূমি নর্মদায়. স্পষ্টভাবেই উক্ত হয়েছ -

" পণ্ডতি ও সাধক জগতে একথা প্রায়শই শোন যায়. য়ে তন্ত্রসাধন বৈদিক সাধনার মতই সুপ্রাচীন এবং সমান অব্যর্থ ফলপ্রদ ও অনুভব সন্ধি সাধন-ধারা। 'তন্যতে বসিতীর্যতে আত্মজ্ঞানম্' - অর্থাৎ য়ে সাধন-ধারা অনুসরণ করে প্রত্যক্ষভাবে 'আত্মজ্ঞান' নশ্চিতিভাবে এই জীবনেই মানুষ লাভ করতে পারে, তারই নাম প্রকৃত

তন্ত্র। এই দৃষ্টিতে শৈবগম-ই প্রকৃত তন্ত্র। প্রাচীন শাস্ত্রে যখনে যখনে তন্ত্রের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, যখনে যখনে তন্ত্রের সাধন-তন্ত্রের উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে, সেখানে সেখানে 'তন্ত্র' শব্দে এই শৈবগম সাধনাকেই বুঝতে হবে।

শৈবগমতন্ত্রের সাধনা অতি উচ্চকোটির সাধনা। বৈদিক সাধনার চেয়ে তা কোন অংশে ছোট বা হয়ে নয়। সর্বাংশে বরং শ্রেয়তর। "

বাংলাদেশে এবং আসামে প্রচলিত যে সমস্ত অর্বাচীন তন্ত্রশাস্ত্র এবং তথাকথিত সাধক মহলে যে পঞ্চমকারাদির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তা হতে কাশ্মীরী শৈবগম তন্ত্রের তত্ত্ব ও সাধনা সর্বাংশে পৃথক। বাংলা এবং আসামে কংবা অন্যত্রও যে তান্ত্রিকি এবং তন্ত্রাচার্য কটাল এবং কুলাবধূত, অঘোরী এবং কাপালিকি নামক জীবদেবকে দেখা যায়, তাদেরকে ভ্রষ্টাচারী এবং কামাচার্য বলাই সংগত। শৈবগম বা শাক্তাগম এর প্রকৃত সাধন- তত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই। শৈবগমতন্ত্র আর বাংলাদেশ ও আসামে তথাকথিত তান্ত্রিকিদেব যে সব বীভৎস বাহ্যচার এবং পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা চলে আসছে, তা কখনই এক নয়।

আশাকরি এরপর থেকে নব্য শাক্ত মতালম্বীরা শৈব আচার ও মতকে পশুমার্গী/পশ্বাচারী বলার দুঃসাহস কদাপি দেখাবে না।

